আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ রাজিআল্লাহু আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ১৯ জুন ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بعد فاعوذ بالله من الشيطٰن الرجيم ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহ্হুদ তা'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবায় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল। এর কিছু অংশ বাকি রয়ে গিয়েছিল, যা আজ আমি বর্ণনা করব।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) ওহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন মানুষ যখন পদস্খলিত হয় তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সাথে অবিচল থাকেন। ওহুদের যুদ্ধের দিন হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) একুশটি আঘাত পান আর তার পায়ে এমন আঘাত পান যে, (এরপর থেকে) তিনি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন আর তাঁর সামনের দু'টি দাঁতও শহীদ হয়ে যায়।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, ৬ষ্ঠ হিজরীর সাবান মাসে মহানবী (সাঃ) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)'র নেতৃত্বে সাতশ' ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি বাহিনীকে দুমাতুল জানদাল অভিমূখে প্রেরণ করেন। মহানবী (সাঃ) স্বীয় পবিত্র হস্তে তার মাথায় কালো রঙের পাগড়ী বেঁধে দেন এবং এর শেষপ্রান্ত তার দু'কাঁধের মধ্যখানে রাখেন।

অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ দুমাহ্ পৌঁছে স্থানীয় লোকদেরকে তিন দিন পর্যন্ত ইসলামের তবলীগ করতে থাকেন, তারা তিন দিন পর্যন্ত অস্বীকার করতে থাকে এরপর আসবাগ বিন আমর কালবী নামে এক খ্রীষ্টান নেতা ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ পুরো বৃত্তান্ত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)কে লিখে পাঠান। পত্রের উত্তরে তিনি বলেন, সেই নেতার মেয়ে তামাযেরকে বিয়ে করে নাও। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাকে বিয়ে করেন এবং তাকে সাথে নিয়ে মদিনা ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তামাযের উম্মে আবু সালমা নামে পরিচিত হন।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর একটি সৌভাগ্য হলো, মহানবী (সাঃ) তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েছেন। নামাযের পর মহানবী (সাঃ) বললেন, প্রত্যেক নবীই তার জীবদ্দশায় স্বীয় উম্মতের কোন পুণ্যবান ব্যক্তির ইমামতিতে নামায অবশ্যই আদায় করে থাকেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) তাঁকে মহা সম্মানে ভূষিত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, যোহর নামাযের পূর্বে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) দীর্ঘ নামায পড়তেন অর্থাৎ তিনি নফল নামায পড়তেন। আযান শোনার পরই তিনি নামায পড়ার জন্য (মসজিদে) চলে আসতেন। একজন বর্ণনাকারী বলেন, আব্দুর রহমান (রাঃ) কে আমি কা'বা শরীফ তোয়াফ করতে দেখেছি আর তখন তিনি দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা কর।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)এর থেকে রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, হযরত উমর (রাঃ) যে বছর খলীফা নির্বাচিত হন সে বছর তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) একবার রসূল করীম (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে উকুনের আধিক্যের অভিযোগ করেন, তখন মহানবী (সাঃ) তাঁকে রেশমী পোশাক পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেন।

সা'দ বিন ইব্রাহীম (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) চাদর পরিধান করতেন যার মূল্য চারশ কিংবা পাঁচশ দিরহাম ছিল। আল্লাহ্তা'লার কৃপা দেখুন! হিজরতের পর তার কাছে কিছুই ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে অনেক মূল্যবান পোশাকও পরিধান করেছেন আর আল্লাহ্তা'লা তাঁকে বিপুল সম্পত্তির মালিকও বানিয়েছিলেন।

মৃত্যুশয্যায় হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রাঃ)কে মনোনীত করেছিলেন। তিনি যখন এ বিষয়ে মনস্থির করেন তখন তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) কে ডেকে উনার মতামত নেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) বিভিন্ন দিকে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)কে বনু জাযীমা গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। বনু জাযীমা গোত্রের লোকেরা অজ্ঞতার যুগে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর পিতা অওফকে এবং হযরত খালিদ (রাঃ)এর চাচা ফাকেহ্ বিন মুগীরাকে হত্যা করেছিল। সেখানে হযরত খালিদ (রাঃ)এর হাতে সেই গোত্রের এক ব্যক্তি ভুলবশত খুন হয়ে যায়। হযরত খালিদ (রাঃ)এর এহেন কর্ম সম্পর্কে জানার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) তাকে বলেন, তুমি কি তাকে এজন্য হত্যা করেছ যে, তারা তোমার চাচাকে হত্যা করেছিল? প্রত্যুত্তরে হযরত খালিদ (রাঃ) কঠোর ভাষায় বলেন, তারা তোমার পিতাকেও হত্যা করেছিল। হযরত খালিদ (রাঃ) আরো বলেন, তুমি আমার পূর্বে ঈমান আনাকে পূঁজি করে ফায়দা হাসেল করতে চাও? মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টি জানার পর বলেন, আমার সাহাবীদের কিছু বলবে না। শপথ সেই সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ ব্যয় করলেও তা তাদের যৎসামান্য কুরবানীর সমান হতে পারে না। হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেন, সে মুসলমানদের নেতাদেরও নেতা আর তিনি (সাঃ) আরো বলেন, আব্দুর রহমান আকাশেও আমীন (বিশ্বস্ত) আর পৃথিবীতেও আমীন।'

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) একবার মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তার স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন। যাহোক তিনি যখন আরোগ্য লাভ করেন অর্থাৎ যখন স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে তখন তিনি বলেন, আমি অজ্ঞান হওয়ার পর আমার কাছে দুই দৃশ্য আমি দেখলাম তাহলো, দুই ব্যক্তি এলো এবং বলল, চলো পরাক্রমশালী আমীন সত্তার হাতে তোমার বিষয়ে মীমাংসা করাব। এরপর সেই দুজনের সাথে আরো একজন ব্যক্তির সাক্ষাত হল আর সেই ব্যক্তি বলল, তাকে নিয়ে যেও না। কেননা এই ব্যক্তি মায়ের গর্ভ থেকেই সৌভাগ্যবান।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ তাদের একজন ছিলেন যারা আশারায়ে মুবাশ্বেরার অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহানবী (সাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মাঝে খোদাতা'লার ভয় এবং ভীতি এত বেশি ছিল যে, তারা সর্বদা

বিচলিত থাকতেন। হযরত উম্মে সালামার এই কথা শোনার পরও তিনি তাৎক্ষণিকভাবে অনেক বেশি দান-খয়রাত করেন।

একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে,হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, হযরত উমর যখন সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন আর 'সারাখ' নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ ও তার সঙ্গীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমরকে বলেন যে, সিরিয়ায় প্লেগ-মহামারি ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত উমর (রাঃ) তাদের পরামর্শ করার পর নিয়ে মানুষের মাঝে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেন। হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ (রাঃ) সেই সময় প্রশ্ন করেন যে, আল্লাহ্র তক্বদীর থেকে কি পালায়ন সম্ভব? আপনি এই মহামারির ভয়ে ফিরে যাচ্ছেন, মহামারি ছড়িয়ে আছে, এটিতো আল্লাহ্র তকদীর। এর থেকে আপনি পালাতে পারবেন কি? হযরত উমর (রাঃ) তখন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)কে বলেন, হে আবু উবায়দা! হায়, তুমি ছাড়া যদি অন্য কেউ এই কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্র এক তকদীর থেকে পালিয়ে আল্লাহ্রই অন্য এক তকদীরের দিকে যাচ্ছি। এরপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে উদাহরণ দিয়ে বুঝান যে, আল্লাহর তকদীর কী, তিনি বলেন, তোমার কাছে যদি (এক পাল) উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন এক উপত্যকায় নাম যার দু 'টি প্রান্ত। একটি সবুজ-শ্যামল এবং অন্যটি শুষ্ক। তুমি যদি তোমার উটগুলোকে সবুজ-শ্যামল স্থানে চরাও তবে তা আল্লাহ্ তা'লার তক্ব দীর আর তুমি যদি সেগুলোকে শুষ্ক স্থানে চরাও তবে সেটিও আল্লাহ্ তা'লারই তক্ব দীর। রেওয়ায়েতকারী বর্ণনা করেন যে, ইতোমধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) ও চলে আসেন, তিনি (রাঃ) বলেন, আমার কাছে এই সমস্যার সমাধান আছে। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এটি বলতে শুনেছি যে, তোমরা যদি কোন স্থানে মহামারির প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাও; তাহলে সেখানে যেও না। আর মহামারী যদি তোমাদের বসতিস্থলে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে বাহিরে বের হবে না। অর্থাৎ যেখানে মহামারি ছড়িয়ে আছে সেখানে যাবে না আর যে এলাকায় বসবাস কর সেখানে মহামারি দেখা দিলে সেস্থান থেকে বাইরে যেও না, বরং সেখানেই অবস্থান কর, যেন সেই রোগ বা মহামারি অন্যদের মাঝে সংক্রমিত না হয়।

আজ গোটা বিশ্ব লকডাউনের এই বিধি মেনে চলছে। যারা সময়মতো লকডাউন করেছে তারা এই রোগকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্র ণ করতে সক্ষম হয়েছে। আর যেখানে তা করতে পারে নি, বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে সেখানে এটি বিস্তার ঘটছে। যাহোক, মৌলিক এই বিষয়টি মহানবী (সাঃ) শুরুতেই নিজ সাহাবীদেরকে অবগত করেছিলেন। তখন হযরত উমর (রাঃ) আল্লাহ্তা'লার প্রশংসা করে সেখানে থেকে ফিরে যান।

হযরত উসমান (রাঃ)এর খিলাফতের নির্ব াচনের সময় হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাঃ) যখন আহত হন এবং বুঝতে পারেন যে, তার অন্তিম সময় সন্নিকটে, তখন তিনি ছয় ব্যক্তি—— হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ), হযরত সাদ বিন ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ) ও হযরত তালহা (রাঃ) সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন নিজেদের মাঝ থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচন করে নেয়। তিনি এই ওসীয়্যত করেন যে, তারা যেন তিন দিনের মাঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রাঃ) আরও বলেন, যার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতৈক্য থাকবে, সবাই যেন তার হাতে বয়আত করে। কেউ যদি অস্বীকার করে তাহলে তাকে হত্যা কর, কিন্তু যদি উভয় পক্ষে তিনজন থাকে তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) তাদের মাঝে যার পক্ষে মত দেন তিনিই খলীফা হবেন। যদি সবাই এই সিদ্বান্তে সম্মত না হয়, তাহলে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ যার পক্ষে থাকবেন তিনি খলীফা হবেন। যখন সব কাজ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ-এর ওপর ন্যস্ত হয়। হযরত

আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) তিন দিন পর্যন্ত মদিনার ঘরে ঘরে যান এবং নারী-পুরুষ সবাইকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা কার খলীফা হওয়ার পক্ষে? সবাই এ কথাই বলে যে, তারা হযরত উসমান (রাঃ)এর খলীফা হওয়ার পক্ষে। সুতরাং তিনি হযরত উসমানের পক্ষে নিজের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং তিনি খলীফা নিযুক্ত হন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ)এর জীবনের ঘটনাবলীর কিছু এখনও বাকী আছে, তাঁর পুণ্যকাজ ও তাঁর জীবনী সম্পর্কিত কিছু কথা এখনও রয়ে গেছে,তা ইনশাআল্লাহ্‌তা'লা পরবর্তী খুতবায় বর্ণিত হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ
اللّٰهِ رحمكم الله اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
19 June 2020

FROM

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org